দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 11 JAN 2009
পৃঃ ১২ কলাম ৭

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে দলীয় প্রভাবমুক্ত করার উদ্যোগ

পরিচালনা পরিষদের সভাপতি হবেন শিক্ষানুরাগীরা
প্রতিষ্ঠানের জন্য খোঁজা হচ্ছে শিক্ষাবিদদের

শামীম সিদ্দিকী : দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে দলীয় সংসদ সদস্যদের আধিপত্য থাকছে না। শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে স্কুল ও কলেজগুলোতে শিক্ষানুরাগীদের সভাপতির দায়িত্ব দেবে সরকার। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে দলীয় মুক্ত রাখতে সরকার এ সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। দলীয় সূত্র জানায়, আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্যরা তাদের নিজ নিজ নির্বাচনী এলাকায় শিক্ষার সুন্দর পরিবেশ বজায় রাখতে বছরের শুরুতেই তারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দলীয়করণ মুক্ত করতে কাজ শুরু করছেন। পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে দল নিরপেক্ষ শিক্ষানুরাগী ও শিক্ষাবিদ খোঁজা হচ্ছে। শুধু তাই-ই নয়, রাজধানী ঢাকা এবং দেশের বিভাগীয় শহরগুলোর প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সন্ত্রাসমুক্ত রাখতে কঠোর নজরদারি রাখবে সরকার। একই সঙ্গে শিক্ষার সুন্দর পরিবেশ বজায় রাখতে স্থানীয় শিক্ষানুরাগীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সম্পৃক্ততা অধিকহারে বাড়ানো হবে। ভর্তিযুদ্ধ এড়াতে দামি-নামি স্কুলের সংখ্যাও বৃদ্ধি করবে সরকার। আওয়ামী লীগ দলীয় একাধিক সংসদ সদস্য এসব তথ্য জানিয়েছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, বিগত ৩টি সরকারের শাসনামলে দেশের সব সরকারী-আধাসরকারী স্কুল-কলেজগুলোতে স্থানীয়ভাবে নির্বাচিত দলীয় সংসদ সদস্যরা সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত থেকেছেন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর আয়-ব্যয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের কার্যক্রম তদারকি এবং নিয়োগ প্রদান করাসহ বিভিন্ন কার্যক্রমে জড়িত ছিলেন। পৃঃ ১৮ কঃ ৮

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে দলীয়

১২-এর পৃষ্ঠার পর

তবে এবারও এ নিয়ম বহাল থাকবে কিনা তার কোন দিকনির্দেশনা এখনও পাওয়া যায়নি। নতুন সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেয়ে নুরুল ইসলাম নাহিদ সাংবাদিকদের সাথে এক সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন, প্রধানমন্ত্রীর দেয়া দায়িত্ব তিনি যথাসাধ্যভাবে পালন করবেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে অনিয়ম দূর করে শিক্ষার পরিবেশ সুন্দর ও সুষ্ঠু রাখতে তিনি কাজ করবেন। এদিকে এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো দলীয়মুক্ত করে বছরের শুরুতেই শিক্ষার সুন্দর পরিবেশ বজায় রেখে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষানুরাগী নিয়োগ দেবেন বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ দলীয় ঢাকা-১৪ আসনের সংসদ সদস্য আসলামুল হক আসলাম। তিনি জানান, শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো দলীয়মুক্ত করা হবে না, স্থানীয় হাট-বাজারগুলোও দল নিরপেক্ষ করা হবে। এছাড়া বাজারগুলোতে গড়ে ওঠা নানা সিন্ডিকেটও ভেঙে দেয়া হবে, যাতে সাধারণ ক্রেতা তাদের স্থানীয় বাজার থেকেই ন্যায্য মূল্যে জিনিসপত্র ক্রয় করতে পারেন। এ নিয়ে তিনি তার এলাকায় কাজ শুরু করেছেন। এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিগত সময়ে কি পরিমাণ দুর্নীতি-অনিয়ম হয়েছে তার খোঁজ-খবর নিতে সরকার থেকে একটি অডিট টিম নিয়োগের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগকে অনুরোধ করেছেন। তিনি তার নির্বাচনী এলাকার গার্মেন্টস ব্যবসায়ীদের নিরাপদে ব্যবসা করার জন্য আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, আমার কোন দলীয় ক্যাডার বাহিনী নেই। আমার নামে কেউ চাঁদা দাবি করলে পুলিশে খবর দেবেন। দলীয় ব্যানারেও যদি কেউ চাঁদাবাজি করে তারও কোন সমর্থন আমার নেই। এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো দলীয়মুক্ত করতে কাজ শুরু করেছি। শিক্ষাবিদদেরই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সভাপতি পদে আনা হবে। এটি আওয়ামী লীগেরই প্রতিশ্রুতি।